দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 1-1 APR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি লাঞ্ছিত

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ।। গতকাল শনিবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল হামিদ তাঁহার অফিসের সামনে একদল উত্তেজিত ছাত্রের

(২য় পৃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

হাতে 'লাঞ্ছিত' হন। গতকাল সকালে ছাত্রলীগের (ম-ই) একজন নেতা ও ছাত্র শিবিরের এক কর্মীর সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগের (ম-ই) উক্ত নেতা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আফসার উদ্দিকে তাড়া করে। ইহাতে ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরাও একত্রিত হইলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। গোলমালের আশংকায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। এ সময় একাডেমী ভবনে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা চলিতেছিল। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও একজন শিক্ষকসহ গাড়ীতে করিয়া এ্যাকাডেমিক ভবন হইতে প্রশাসনিক ভবনে তাঁহার অফিসে আসিতেছিলেন। ছাত্র লীগ (ম-ই) কর্মীরা পথিমধ্যে তাঁহার গাড়ী থামাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু গাড়ী না থামিয়া প্রশাসনিক ভবনের সামনে আসিয়া থামে। গাড়ী হইতে নামিলে উত্তেজিত ছাত্র কর্মীরা ভাইস-চ্যান্সেলরকে ঘিরিয়া ধরে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ছাত্র বলে, ছাত্ররা ভাইস চ্যান্সেলরকে ধাক্কাধাক্কি করে। ধাক্কাধাক্কির সময় প্রশাসনিক ভবনের কর্মচারী ও সেখানে উপস্থিত কয়েকজন ছাত্র ভাইস চ্যান্সেলরকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার চেম্বারে নিয়া যায়। এবং ফটক বন্ধ করিয়া দেয়।

ছাত্রলীগের (ম-ই) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন এই সংবাদদাতার নিকট ছাত্রলীগ কর্তৃক ভাইস চ্যান্সেলরকে লাঞ্ছিত করিবার কথা অস্বীকার করেন। তবে তিনি ছাত্রদের সাথে তাহাদের দাবী-দাওয়া নিয়া কথা কাটাকাটির কথা স্বীকার করেন। ঘটনার পর ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এক সভা হয়। কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই।